সাধনা

PRICE ANNAS THREE

মোহিনী চৌধুরী প্রচেষ্টার

সাধনা

ব্যবস্থাপনা : গোপাল সিং, কার্ত্তিক দত্ত, সুহৃদ চক্রবর্ত্তী। চিত্রনাট্যে সহযোগী : শক্তি রাজগুরু, সত্য ভট্টাচার্য্য, নাচ : ললিতকুমার, শক্তি নাগ। প্লে-ব্যাক : সন্ধ্যা মুখার্জী, বিনতা চক্রবর্ত্তী। গানের সুর : সন্তোষ মুখার্জী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

গল্প, গান, পরিকল্পনা ও পরিচালনা : মোহিনী চৌধুরী।

পর্দ্দার উপরে

মা : ছায়া দেবী, প্রোডিউসর : পাহাড়ী সান্যাল, ডিরেক্টরের বোন : প্রণতি ঘোষ, ষ্টুডিয়ো-ম্যানেজার : গৌরীশঙ্কর, ব'ম্বে ষ্টার : চন্দ্রাবতী, ডিরেক্টর : বীরেন চ্যাটার্জী, নতুন নায়িকা : প্রতিভা ঘোষ, কার্নিভ্যাল-ম্যানেজার : পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। এ-ছাড়া : তপতী ঘোষ, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, মায়া ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, অশোক সরকার, ও আরো অনেকে

কাহিনী—সামান্য একটি মেয়ে। যেন স্রোতের শ্যাওলা। নাচের দলে নেচে বেড়ায় দুটি অন্নের জন্যে। তার জীবনে এল হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি। রূপকথার রাজপুত্রের মতো এল এক তরুণ পরিচালক। ব'ললো, 'তুমি হবে আমার ছবির নায়িকা।'

সেদিন থেকে মেয়েটির নতুন জীবন শুরু। পরিচয় বলতে এতদিন ছিল শুধু একটি ডাক নাম-'টুলটুল'। এবার তার নতুন নাম হোলো ইন্দ্রানী দেবী। পরিচয় হোলো চম্পাগড়ের রাজকুমারী।

দীন-দুখিনী মেয়ে দিনরাত থাকে রাজার মেয়ে সেজে। বাঙালী ব'লে আর তাকে চেনা যায় না। ভাবা যায় না সে রাজকুমারী নয়। রূপে-গুণে সে চন্দ্রলেখাকেও হার মানালো। চিত্রতারকা চন্দ্রলেখা। তাকে ফেলে শেঠজী মেতে উঠলেন ইন্দ্রাণীকে নিয়ে। ব্যর্থ আক্রোশে ফিরে গেল চন্দ্রলেখা। পরিচালক ফিরে পেল তার অধিকার। নতুন নায়িকা হোলো ইন্দ্রাণী।

এল খ্যাতি। এল অর্থ। এল অসংখ্য স্তাবকের অজস্র উচ্ছ্বাস। সব পেয়েও তবু যেন কিছুই পেল না ইন্দ্রাণী। এত ক'রেও সে মন পেল না পরিচালকের। কর্ত্তব্যের সামান্য ত্রুটী একদিন বিপর্য্যয় হ'য়ে দেখা দিল। চুরমার হ'য়ে গেল ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন। পরিচালকের ভুল যখন ভাঙলো পরিচালক তখন দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী।

পরিচালক অনুপস্থিত। নায়িকা অনিচ্ছুক। তবু কাজ চলে। তবু ছবি ওঠে। শিল্পীমনের মিনতি প্রতিহত হয় শেঠজীর স্বর্ণ-পিপাসার কাছে।
এল শেষ দিন। ছবির শেষদৃশ্য গ্রহণের দিন। (বাকী রূপালী পর্দ্দায় দেখুন)

গান ১—কার্ণিভ্যালের কোরাস্ গান ··দেশবিদেশে কত মানুষ-কত তাদের ভাষা রে!
তবু, একই তাদের মনের কথা, প্রাণের ভালবাসা রে!
—ভালোবাসায় নাই রে জাতিকুল॥
গহীন গাঙে ভাসাইয়া নাও কিশোরগঞ্জে যদি গো যাও
বুঝবা কেন সুন্দরীদের জলের ঘাটে আসা ৎ
তাদের—আঁখির ভাষায় বুঝবা বন্ধু প্রাণের ভালোবাসা॥
—ভালোবাসায় নাই রে জাতিকুল॥

* * *

মেঘ-ছুঁই-ছুঁই পাহাড়ে কে যাবি লো আয়,
রুমঝুম্ ঝুমঝুম্ নুপুর বাজে বাউরী মেয়ের পা'য়!
মিষ্টি ওদের ঝলক্ ঝলক্ খিল্‌খিলিয়ে হাসা,
রাঙা ঠোঁটে উছ্‌লে ওঠে বুকের ভালোবাসা
—ভালোবাসায় নাই রে জাতিকূল॥

* * *

যদি যাও কাশ্মীরেতে, যদি যাও রাজপুতনায়
যদি যাও এই দুনিয়ার যে কোনো দূর সীমানায়,
হও না রাজা, হও না ফকির, হওনা মজুর, হওনা চাষা,
সবার প্রাণে সবার গানে ভালোবাসা! ভালোবাসা!
প্রেম-পীরিতি-লভ্-মোহব্বত্ প্যার বা পিয়াসা রে ঃ
একশো নামে ডাকলেও সে একই ভালোবাসা রে!
যৌবনে জালবোনে ভালোবাসা! পরকে আপন করে ভালোবাসা
ঘরে ঘরে ভালোবাসা—পথে পথে ভালোবাসা মনে মনে ভালোবাসা!
হুই ভালোবাসা! হুররে ভালোবাসা!! ভালোবাসা···ভালোবাসা···ভালোবাসা···

গান ২—ইন্দ্রাণীর গান···সে নাই! সে নাই! সে নাই!
সেতো নাই কাছে নাই মনে মেঘ জমে তাই
মিছে আঁখিজলে মালা গেঁথে যাই॥
আঁখিতে ঘুম নাই সে নাই ব'লে, বাঁশিতে সুর নাই সে নাই ব'লে;
ব্রজে না! শ্যাম রায় সেযে গেছে মথুরায় তাই কাঁদি আমি বিরহিণী রাই॥
চাঁদ যে ডুবে যায় হায় কী করি? চকোরী কাঁদে হায়—হায় কী করি?
ওরে ও আখিজল, বল্ বল্ মোরে বল্ঃ কোথা পাই তারে আমি যারে চাই॥

গান ৩—রেডিয়োর গান···আসবে আঘাত বারে বারে পথ হারাবে অন্ধকারে
তবু পথ দেখাবার শপথ ল'য়ে চ'লতে তো হবেই।
জ্বালতে আলো প্রদীপ হ'য়ে জ্ব'লতে তো হবেই॥
তোর ব্যথা কেউ বুঝবে নাতো নাই বুঝুক,
তোর ব্যথ কেউ খুঁজবে নাতো নাই খুজুক;
তোর কথা তোর চোখের জলে ব'লতে তো হবেই॥
পিছনপানে চাওয়ার যে তোর নাই সময়,
দেখবি কখন কোথায় ভাঙে কার হৃদয়!
চ'লতে পথে পথের বাধা দ'লতে তো হবে॥

গান ৪—পার্টির হিন্দী গান···কোই দিল্‌মে মেরে আ-কে বস্ গ্যায়া
মস্তানে নয়নোঁকা জাদু চ্যালাকে!
নাচে গায়ে মোরা জিয়া রুম্ ঝুম্ আজ রে,
সাথ সাথ ওরে পিয়া আয়ে মোহে লাজ রে; কোনে রসিয়াঁকো অপনা বানাকে॥
কহে ধরতী গগন লগী কিস্‌মে লগন;
বোল্ বোল্ রে গোরী তেয়া কৌন হায় সাজন?
চলা গ্যায়া যো দিল্‌কো লুভাকে॥ কথা ঃ বি, এম্, শর্ম্মা

গান ৫—স্যুটিংয়ের গান···হর্ দিল্‌মে এক বাত্ নয়ি ঔর নয়ে নয়ে অফসানে হ্যাঁয়।
জ্বলী শমা, মুস্কায়ে দীপক ঝুম্ রহে পরওয়ানেঁ হ্যাঁয়॥
কঁহী সুলগতে শোলে হায়ে, কঁহী ঝাড়ী বরসাত কী,
কঁহী সবেরা চাহকে পঞ্ছী, কঁহী অন্ধেরী রাত্ কী,
কঁহী, ধাড়কতা জিয়ারা গয়ে সরগম পর ইয়ে গানেঁ হ্যাঁয়।
ক্যা? হর্-দিল্‌মে এক বাত্ নয়ি॥
মৌসম দেখ সলোনা মনকী কোয়েল বোল্ গই,
জীওয়ন জগ মঝধার কী নৈয়া ডগমগ ডগমগ ডোল গই,
খিলে ফুল যো আজ খুশীকে কালকো ইয়ে মুরঝানেঁ হ্যাঁয়॥
কিঁউ? হর দিলমে এক বাত্ নয়ি॥

গান ৬—ইন্দ্রাণীর গান···হায় রে পথের ধূলার ফুল, মালা হতে তোর কেন আশা?
নাই রে মনের মানুষ নাই, নাই মানুষের ভালোবাসা॥
ভালোবাসা ভুল-ভুল স্বপন. ভুল বোঝে প্রিয়-বোঝে না মন,
না-বলা কথাটি বোঝে না কেউ, বোঝে নয়নে কোন্ ভাষা
প্রেমের পূজায় এই কি ফল? মনে মনে শুধু জ্বলে অনল!
চিরদিন ঝরে নয়নে জল দুদিনের তরে মিছে হাসা॥

মুভীস্ক্রীন লিমিটেড-এর নিবেদন

শুভরাত্রি

পরিচালক : সুশীল মজুমদার, সঙ্গীত পরিচালনা : গোপেন মল্লিক, প্রযোজনা : দীনেন্দ্র-নাথ মল্লিক, কানাই মুখার্জ্জি, কাহিনী : শৈলেশ দে, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মনোজ ভট্টাচার্য্য, চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত, শব্দযন্ত্রী : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দ্দেশক : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রূপশিল্পী : মনতোষ রায়।
ব্যবস্থাপনা : রণজিৎ চক্রবর্ত্তী, রূপসজ্জা : বরেন দত্ত, গীতিকার : প্রণব রায়, হীরেন বসু।

রূপায়ণে :

সুচিত্রা সেন, সবিতা চ্যাটার্জ্জি, সুপ্রভা মুখার্জ্জি, রাজলক্ষ্মী (বড়), বসন্ত চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কানু ব্যানার্জ্জি, প্রশান্ত কুমার বীরেন চ্যাটার্জ্জি, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, হরিধন, বেচু সিংহ, ননী মজুমদার, চিত্রিতা, ভানু বন্দ্যো: ও আরও অনেকে।

কাহিনী

প্রবাসে স্বামীর মৃত্যুর পরে কন্যা শান্তি, সীতা ও নাবালক দুটি ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘদিন বাদে নিজের ভিটেয় ফিরে এলেন সুরমা দেবী। দেখতে দেখতে অভাব অনটন মাথা তুলে দাঁড়ায়! বড় অংশের অবস্থাপন্না বড়জা তাঁর ভাইয়ের সম্বন্ধী নেপুর সংগে শান্তির বিয়ে দিয়ে সবাইকে মেয়ের বাড়ী গিয়ে থাকার পরামর্শ দেন। সুরমা দেবী জবাব দিতে পারেন না। নেপু শুধু দোজবরই নয়, চার-পাঁচটি সন্তানের পিতা।

সংসারের কথা ভেবে শান্তি বহুদিন ধরেই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে নানা জায়গায় আবেদন পাঠাতে সুরু করেছিল। অবশেষে কলকাতার এক মেয়েদের স্কুল থেকে ইণ্টারভিউর জন্য তার ডাক আসে। সুরমা দেবী অচেনা যায়গায় শান্তিকে দেখাশুনা, করার জন্য নিজের বোন পো মণীশকে অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দিয়ে দিলেন।

এত করেও শান্তির ঐ চাকরিটা হলোনা, পরদিন অন্য একটা জায়গায় দেখা করলে হয়তো কোন সুবিধে হতে পারে—এমনি একটা আশ্বাস পেয়ে রাতটা সে মাসতুতো ভাই মণীশের ওখানে গিয়েই কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোরে যথাস্থানে গিয়ে জানতে পারে জমিদার অনাদিপ্রসাদের স্ত্রীর পরিচর্য্যার জন্য একজন বিবাহিতা মহিলা আবশ্যক। নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে শান্তি নিজেকে বিবাহিতা বলে পরিচয় দিল, প্রশ্নের জবাবে আরো সে জানাল যে স্বামীর অমতের দরুনই সে শাঁখা-সিঁদুর পরেনা। স্বামী বেকার এবং তিনি কাছাকাছিই থাকেন। শান্তির কাতরতায় অনাদিপ্রসাদের স্ত্রী নির্ম্মলা দেবী তাকেই কাজে বহাল করলেন। শান্তির কাছে অনাদিপ্রসাদের বাড়ীটা যেন রহস্যপুরী বলে মনে হয়। কেনই বা অনাদিপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ চেঁগামেচি করেন, স্ত্রী নির্ম্মলা দেবী কেনই বা আড়ালে চোখের জল ফেলেন।

তারপর সামনের রূপালী পর্দ্দায় দেখুন)

গান ১—ধূসরিত কায় রাজপথে যায় মহামানবের মূরতি ধরি।
গৈরিক চিতে, স্তিমিত নিশীথে ফেলি চলে সব পাসরি, কে গো ॥
স্বপ্ন আবেশে, শচীমাতা বলে, কেরে শিশু হাসে বাউলের হাসি
আমার নিমাই নয়তো ও বেশে দেবদূত বলে নদীয়া নিবাসী।
কুটির কক্ষে মধুভরা বুকে অলসে এলায়ে ঘুমায়েছে সুখে শ্রীমতী,
জড়িত চক্ষে স্বপনের ভ্রমে কাঁকন বাঁধনে বাঁধি প্রিয়তমে তপতী ॥
সহসা জাগিয়া প্রিয়-হারা সতী উপাধান ফেলি খোঁজে নিজ পতি ॥
পথে দেবদূত শিহরিয়া ওঠে, অঙ্গনতলে বধূ পড়ি লোটে ॥
পথে শচীমাতা কাঁদিয়া আতুরা। প্রদীপের ছায়ে বিরহ বিধুরা ॥
ওপারে নিমাই এপারেতে নাই ওরে ও নিমাই নাই—নাই—নাই ॥
—হীরেন বোস

গান ২—রঙ লাগালে বনে বনে কে। ঢেউ জাগালে সমীরণে কে ॥
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা, দোল দিয়েছে বনের দোলা,
দে দোল, দে দোল, দে দোল—
কোন ভোলা সে ভাবে ভোলা খেলায় প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে কে ॥
আন্, বাঁশি, আন্‌রে তোর আন্‌রে বাঁশি—উঠল সুর উচ্ছাসি ফাল্গুন বাতাসে।
আজ দে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার কান্নাহাসি আন্ বাঁশী ॥
সন্ধ্যাকাশের বুক-ফাটা সুর বিদায় রাতি করবে মধুর,
মাতল আজি অস্ত সাগর সুরের প্লাবনে প্লাবনে কে ॥ —রবীন্দ্রনাথ

গান ৩—মায়াবী চাঁদ, মাধবী রাত, উতলা বায়।
কা যেন সুর, লেগেছে আজ, মনোবীণায় ॥
একটু সুর একটি গান ভোলায় মন, দোলায় প্রাণ,
আজ গোলাপ, পাপড়ী তার মেলিতে চায় ॥
সব অতীত, আজ রাতে, মুছিয়া যাক। স্বপ্নময় একটি রাত জীবনে থাক ॥
মালা যদি নাই বা পাই, একটি ফুল তাই কুড়াই।
পরাণে মোর অলস ডোর কে গো জড়ায় ॥ —প্রণব রায়

গান ৪—আমি জ্বালব না মোর মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
আমি শুনব বসে আঁধার ভরা গভীর বাণী ॥
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যা নিশীথ রাতে।
আমার লুকিয়ে ফোঁটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাকনা ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা
এখন দিক্ বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি ॥ —রবীন্দ্রনাথ

আজ প্রোডাকসনের সঙ্গীত বহুল চিত্র

ঢুলি

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি, পাহাড়ী, সুচিত্রা, মালা সিংহ ইত্যাদি।

বাঙলা মায়ের মন্দিরে বোধনের ঢাক বাজাতে ছুটে আসে কুঞ্জ ঢুলী—সঙ্গে আসে তারই মাতৃ-পিতৃহীন কিশোর নাতি পরাশর।

গান ১—ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর রূপের সীমা পাই না খুজে।
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর চরণ তলে দশভুজে॥
বন্দনা গায় সরস্বতী লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারাতি
কার্তিকের সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ যে মা তোমায় পূজে॥
ত্রিকাল যে মা থমকে দাঁড়ায় রুদ্রানী তোর চণ্ডীরূপে
জড়ের বুকে চেতন জাগে যুগান্তরের অন্ধকূপে।
হিমগিরের সিংহ তোমার বাহন যে গো শক্তি পূজার
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে পায়েয় তলায় চক্ষু বুজে॥ —বিমলচন্দ্র ঘোষ

গান ২—ও আমার বাংলা মাগো দেখি তোমায় নয়ন ভরে
তোমার ছলো ছলো নদীর জলে প্রাণ জুড়ানো সুধা ঝরে—
ওমা তোমার বটের ছায়ায় শ্যামল বনের কোমল মায়ায়,
মধুর স্নেহের আঁচলখানি বিছিয়ে দিলে সবার তরে—
অন্নপূর্ণা রূপ দেখ মা ভিখারী শিব দাঁড়ায় আসি,
কাজলা মেঘের শঙ্খরবে ডাক শুনেছি বিশ্ববাসী।
তোমার সোনার ধানের ক্ষেতে দিলে সবার আসন পেতে,
ছড়িয়ে দিলে অরুণ রাগে—তরুণ রবির করুণ হাসি।
সাঁঝ সকালে নদীর ঘাটে কলস ভরে তোমার বধূ
কান্না হাসির ফোটায় কমল—ছড়ায় তাতে প্রেমের মধু।
আমার [সুখে] আমার দুখে দেখি তোমায় আমার বুকে [মা]
আমার জনম-মরণ তোমার কোলে [মা গো]
[এই] শিউলি ঝরা মাটির পরে মা— —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গান ৩—জীবন যেরে স্বপ্নমায়া ওরে কাঙ্গাল মন।
চিতার বুকে হাসে নিঠুর মরণ।
তোর, কাল যে ছিল জীবন সাথী যায় সে চলে রাতারাতি—
বিফল আশার তেপান্তরে ঘুরিস সারাক্ষণ॥
সাঝের বুকে দিনের আলো আঁধারে যায় ডুবে
স্মৃতির ব্যথায় হাহাকারে মিছে তাকাস্ পূবে॥
ও তুই, বালুচরের পরশমনি খুজিস অকারণ॥ —বিমলচন্দ্র ঘোষ

গান ৪—ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল?
তুই নিয়তির খেলার পুতুল বুঝলি না কেন বল্।
শুধু আলেয়ার পিছে পিছে তুই জীবন কাটালি মিছে
দুনিয়ার হাটে বেসাতি করিতে হারালিরে সম্বল॥
[কেন] প্রাণের পদ্মে অর্ঘ রচিয়া করিস্ সমর্পণ,
[শুধু] চারদিন পূজা তারপরে হায় প্রতিমা বিসর্জ্জন
তৃষা না মিটাতে হায় [তার] পিয়ালা ভাঙ্গিয়া যায়,
জীবনের আশা সকলি ফুরায় না আখিজল॥
ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে কি বা ফল? —প্রণব রায়

গান ৫—তো রুক মান, আয়ে না বোলুঙ্গী ম্যায় তুম সো প্যারে।
রয়ন জাগাই প্রেম বঢ়াই, উনকে যাওজী, জিন্‌কে মন ভায়ে॥

গান ৬—উদিল কনক রবি পূরব দিগঙ্গনে।
বিহঙ্গ কাকলী জাগে বনে বনে॥
হে চির নূতন আলো চেতনার সুধা ঢালো
জীবনের ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জরনে॥ —বিমলচন্দ্র ঘোষ

গান ৭—ম্যায়তো পিয়াসঙ্গ সব নিশি জাগিরে কাহে ম্যানকি কাজ মোরি জাগ ভাগ।
বহুত দিনন পিছে নয়োরঙ্গ, নয়োঢঙ্গ হাঁস হাঁস গরোবা লগাইরে॥

গান ৮—নিঙাড়িয় নীল শাড়ী শ্রীমতি চলে।
শ্যামলের বেণু বাজে কদমতলে॥
সে সুরের মায়াডোরে রাধা বিবশা চকিতে হরিণীসম মামে সহসা।
[যেন] বিনি সুতার মালা কে পরালো গলে॥ —প্রণব রায়

গান ৯—এই যমুনারি তীরে
মুরলী বাজিত যেথা [সেই] রাধা-কাঁদা সুরে। এই যমুনারি তীরে।
যে বাঁশী হারালো গান, সুর গেল ভুলে তারি রেশ খুঁজে ফিরি শূন্য গোকুলে,
অনাদি কালের রাধা আজো নিরজনে ঝুরে॥ এই যমুনারি তীরে—
কোথা সে মাধবী রাতি কোথা মধুমেলা, প্রেমের বাসরে আজ কাঁদে অবহেলা,
শ্যাম নাই, বুকে তবু [আছে] শ্যাম-নাম জুড়ে॥ এই যমুনারি তীরে।
—প্রণব রায়

চুপি চুপি এলো কে ফুলবনে মোর।
সে কি গো ফুল চোর, না সে চিতচোর?
গোলাপের জল্‌সায় আবেশে পাপিয়া গায়
ফিরোজা জ্যোছনায় ফাগুন বিভোর॥
ফুলেরে শুধাই যবে "সে কেন গো আসে?"
চামেলি নীরবে শুধু মুখ টিপে হাসে,
বুঝি সে পরাতে আসে মায়া-ফুলডোর। —প্রণব রায়

গান ১১—তার দিলকে যাওয়ানী হিলানে ল্যগী জিন্দগী প্যারকে গীত গানে ল্যগী,
চুপকে চুপকে নিগাহোঁনে ক্যা কহ দিয়া
দিলকী হর বাত হোঁটো পে আমে ল্যগী।
দরদ উন্‌কি মোহব্বতকা ব্যঢ়নে ল্যগা চাঁদনী রাত ব্যব মুসকুরানে ল্যগী॥
যাল ব্যাহা হুঁ তামন্নায়োঁকি আগ মে
মেরী কিসম্যত মুঝে আজমানে ল্যগী॥ —মিঃ মালেক

গান ১২—সকেরা ভরে তোরে নয়ন সুজনওয়া।
ভ্যরকে পিলায়ে প্রেমকী প্যালী লুটলে মনকা চ্যয়ন।
গ্যগ্যনকে তারে রাত কো চমকে ইয়ে চমকে দিন র‍্যয়ন। —পণ্ডিত ভূষণ

গান ১৩—ক্যায়সি বঁসিয়া বজাই বামা মোরি সুধ বিসরাই।

গান ১৪—ফাগুয়া ব্রিজ দেখন কো চলোরি
ভাগুয়ে মে, মিলেঙ্গে কুঁয়্যর কান্‌যাঁহা বাট চ্যলত বোতল কা গো য়া—
আয়ি বাহার সুবিব ন ফুলে—র‍্যঙ্গিলে লালকো লে আগুয়া।

গান ১৫—প্রভুজী মোরী জীব্যন জোত জ গাও সুন্দ্যর মানোহর দরশ দিখাও।
আশা নিরাশা মায়া তুম্ হারী ভুল রাহে বিস্‌মে নর নারী
বিন্‌তী মোরী হে গিরধারী বুঝত দীপ জালাও।
ব্যরস র‍্যহে অঁখিয়ন্‌সে মোতী হে ভগওয়ান জাগাদো ম্যন্ মে জ্ঞান কি জোতী
ম্যন কা প্যঞ্ছী ত্যড়্যপ র‍্যহা হয় ডুবত—নাও—ব্যচাও।

গান ১৬—ভৈরব…গঙ্গাধর শশীকলা ত্রিলোক ত্রিনেত্র ভাস্বৎ ত্রিশূল কর এব নৃমুণ্ডধারী
শর্পৈবিভূষিত তনু গজকিত্তিবাস শুভ্রামবরো জয়তি ভৈরব আদিরাগ।

গান ১৭—তোড়ী…তুষার কুন্দজ্বল দেহ যষ্টি বিনোদয়ন্তি হরিনং বনান্তে।
কাশ্মীর কর্পূর বিলুপ্ত দেহা বীনা ধরা রাজতি তোড়ী কেয়ন।

গান ১৮—বৃন্দবনী সারঙ্গ…বৃন্দাবনাস্ত-স্বরপঞ্চ দেহ সু স্নিগ্ধ কান্তি নমিত ত্রিনেত্র
সারঙ্গরাগো সুত মধ্য যামে। আরোহ কুণ্ডা স্তবরোহ বর্ণা

গান ১৯—শ্রী…অষ্টাদশ দেস্পর চারুমূর্ত্তি ভীরোল্লসৎ পল্লব কর্ণপুরঃ
ষড়জাদি সে ব্যোরুন বস্ত্রধারী শ্রীরূপ এয়ঃ ক্ষিতিপাল মূর্ত্তিঃ

গান ২০—বসন্ত…শিখণ্ডি বর্হৈ। এয় বন্ধ চূড় কর্ণাবতং সি কৃত শেভনাস্রঃ
ইন্দিবর শ্যাম তনু বিলাসী বসন্তকঃ শুদলি মঞ্জুল শ্রী

গান ২১—মেঘ…নীলৎ না ভর পুরিন্দসমা ন চৈল পীযুষ মন্দহসিতো ঘন মধ্যবর্ত্তি
পীতাম্বর তৃষিত চাতকযচ্য মানঃ বীরেষু রাজাতযুবা কিল মেঘরাগঃ

গান ২২—কান'ড়া…কৃপাণ পানী গজদন্তপত্র সংস্তুয় মান সুর চারু নোয়ৈঃ
মেকং বহন দাক্ষণ হস্ত কেন কর্ণাট রাগ ক্ষিতিপাল মূর্ত্তি

গান ২৩—হিন্দোল…নিতম্বনী মন্দ তরঙ্গ গিতাবু খর্ব্ব কপোত দ্যুতিকাম যুক্তো
দোলা সুখেলা সুখ মাব ধান হিন্দল রাগো কথিত মুনিন্দ্রৈঃ

গান ২৪—মালকোষ…আরক্তো বর্ণো ধৃত রক্ত যষ্টি বরৈধৃতা বৈর কপাল মালা
বিরঃ সুবীরে যুক্ত প্রবর্যঃ মালী মতো মালব কৌসি কোয়ম

তুলি শুভরাত্রি

TARUN PUSTAK MANDIR
4, Sukhlal Johari Lane,
CALCUTTA—7